১৮৮৫৮

বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা

২ অরফ্যানেজ রোড, বখশি বাজার, ঢাকা-১২১১
Website: www.bmeb.gov.bd, **E-mail:** info@bmeb.gov.bd, **Fax:** 58616681, 58617908, 9615576

নং-বামাশিবো/প্রশাসন/ ২৩৩১৮১২৯৪৪৪১/২৮৮৫/ নথি নং-২পি-৬১ তারিখঃ ০১.০৪.২০১৮খ্রিঃ

বিষয়ঃ অভিযোগের বিষয়ে তদন্ত পূর্বক মতামতসহ প্রতিবেদন প্রেরণ প্রসঙ্গে।

উপর্যুক্ত বিষয়ের আলোকে জানানো যাচ্ছে যে, হবিগঞ্জ জেলার সদর উপজেলাধীন উচাইল শাহ মজলিশ আমিন সুন্নিয়া দাখিল মাদ্রাসার এডহক কমিটির সভাপতি ও সুপারের বিরুদ্ধে দুর্নীতি, স্বজন-প্রীতি, অর্থ আত্মসাৎ, ক্ষমতার অপব্যবহারসহ বিভিন্ন অনিয়মের বিষয় উল্লেখ করে জনৈক হাজী মোঃ ছায়েদুল হক অত্র বোর্ডে কাগজপত্রসহ আবেদন দাখিল করেছেন (কপি সংযুক্ত)।

বর্ণিত অবস্থায় অভিযোগসহ সার্বিক বিষয়ে সরজমিনে তদন্ত পূর্বক মতামতসহ প্রতিবেদন নিম্নস্বাক্ষরকারী বরাবর প্রেরণের জন্য তাঁকে অনুরোধ করা হলো।

সংযুক্তিঃ বর্ণনা মোতাবেক ০৩ (তিন) পাতা।

চেয়ারম্যান মহোদয়ের নির্দেশক্রমে

28.03.18

প্রফেসর মোঃ মজিবুর রহমান
রেজিস্ট্রার
বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা
ফোনঃ ৯৬১২৮৫৮

প্রাপকঃ উপজেলা নির্বাহী অফিসার
সদর, হবিগঞ্জ।

নং-বামাশিবো/প্রশাসন/ ২৩৩১৮১২৯৪৪৪১/২৮৮৫/ নথি নং-২পি-৬১ তারিখঃ ০১.০৪.২০১৮খ্রিঃ

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় কার্যার্থে অনুলিপি:

১. জেলা প্রশাসক, হবিগঞ্জ।
২. জেলা শিক্ষা অফিসার, হবিগঞ্জ।
৩. উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার, সদর, হবিগঞ্জ।
৪. সভাপতি/সদস্যবৃন্দ, উচাইল শাহ মজলিশ আমিন সুন্নিয়া দাখিল মাদ্রাসা, সদর, হবিগঞ্জ।
৫. সুপার/ভারপ্রাপ্ত সুপার, উচাইল শাহ মজলিশ আমিন সুন্নিয়া দাখিল মাদ্রাসা, সদর, হবিগঞ্জ।
৬. হাজী মোঃ ছায়েদুল হক, গ্রাম- উচাইল শংকরপাশা, ডাকঘর- উচাইল বাজার, সদর, হবিগঞ্জ।
৭. পি এ টু চেয়ারম্যান/রেজিস্ট্রার, বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা।
৮. অফিস কপি।

মোঃ মজিবুর রহমান
উপ-রেজিস্ট্রার (প্রশাসন)
বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা
ফোনঃ ৯৬৭৪৮৭৪

মাননীয়,

চেয়ারম্যান
বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড
বক্‌শি বাজার, ঢাকা।

বিষয় ঃ- হবিগঞ্জ সদর উপজেলাধীন উচাইল শাহ্‌ মজলিশ আমিন সুন্নিয়া দাখিল মাদ্রাসার এডহক কমিটির সভাপতির বিরুদ্ধে বিভিন্ন অভিযোগ থাকায় কমিটি বাতিলক্রমে ব্যবস্থাগ্রহণের আবেদন প্রসঙ্গে।

জনাব,

যথাবিহীত সম্মান পূর্বক নিবেদন এই যে, আমি দরখাস্তকারী হাজী মোঃ ছায়েদুল হক, পিতা মৃত আঃ লতিফ, সাং-শংকরপাশা, পোঃ-উচাইল বাজার, থানা ও জেলা-হবিগঞ্জ। আমি অত্র মাদ্রাসার একজন প্রতিষ্ঠাতা সদস্য। আমি গ্রামের বিভিন্ন ময়-মুরুব্বী এবং যুবকদের নিয়ে মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠালগ্নে শ্রম দিয়া মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করি। মাদ্রাসার সুপার মাদ্রাসার জন্ম লগ্ন থেকে বিভিন্ন দুর্নীতি, স্বজন-প্রীতি ও অনিয়ম করে আসছেন। মাদ্রাসার ক্যাশবহি, রেজুলেশন বহি এবং ১৬ বছরের শিক্ষক হাজিরার খাতা সহ গুরুত্বপূর্ণ কাগজপত্র নষ্ট করাসহ, অবৈধ আর্থিক উৎকোচ গ্রহণ করিয়া শিক্ষক নিয়োগ দেওয়া, রিসিট ব্যতিত ছাত্র-ছাত্রীদের নিকট থেকে অতিরিক্ত টাকা আদায় করা, একই ব্যক্তিকে কৌশল করিয়া বার বার সভাপতি হিসাবে নিয়োগ দেওয়া সহ বিভিন্ন অপকর্ম করিয়া আসিতেছেন। যার ফলে অতীতে সুপার জনাব আজিজুল ইসলাম দুই দুইবার বরখাস্ত হন। কিন্তু কৌশলে স্বপদে বহাল হন। ইদানিং মাদ্রাসার নির্বাচনের দিন অর্থাৎ গত ১৪/০৯/২০১৭ইং হইতে ১৭/০৯/২০১৭ইং পর্যন্ত তারিখে দুই জন সদস্য নমিনেশন ফরম ক্রয় করলে তাদের ফরম গোপন করে নিজস্ব লোক মনোনিত করে কমিটি গঠন করেন। এই ক্ষেত্রে সদস্য প্রার্থী জারু মিয়া, পিতা মৃত রাশিদ উল্লা, সাং-শান্তিষা, থানা ও জেলা-হবিগঞ্জ এই অনিয়মের বিরুদ্ধে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা বরাবরে গত ০২/১০/১৭ইং তারিখে একখানা দরখাস্ত দাখিল করেন। উক্ত দরখাস্ত খানা তদন্তাধীন অবস্থায় আছে।

মাদ্রাসার সুপার এবং সভাপতির বিভিন্ন অনিয়ম ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে গত ০৬/১২/১৭ইং তারিখে বর্তমান কমিটির শিক্ষানুরাগী ডাঃ আইন উল্লা এবং এলাকার মুরুব্বী মাসুদ রানা, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা বরাবরে একখানা অভিযোগপত্র দায়ের করেন। যাহা তদন্তাধীন অবস্থায় আছে। মাদ্রাসার সুপার জনাব আজিজুল ইসলাম এবং সভাপতি জনাব বদরুল করিম দুলাল তাদের দুর্নীতিকে ধামা-চাপা দেওয়ার জন্য নিয়োমিত ভাবে কমিটি গঠন করেন এবং উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা জনাব জিয়া উদ্দিনের মাধ্যমে সভাপতি সঠিক ভাবে নির্বাচিত করেন। কিন্তু তাহাদের মনোনিত সদস্যগুলা কমিটিতে না থাকায় স্বদ্যোগে বোর্ডের রেজিষ্ট্রার বরাবরে অন্যান্য সদস্য নির্বাচিত না করে সভাপতি নির্বাচিত করেছেন মর্মে ভূল স্বীকার করে এডহক কমিটি আনয়নের লক্ষ্যে গত ০২/১১/২০১৭ইং তারিখে একখানা দরখাস্ত দাখিল করেন। যাহা গত ০৭/১১/১৭ইং তারিখে সুপারের আবেদনের প্রেক্ষিতে মাদ্রাসা বোর্ড এডহক্‌ কমিটি গঠনের অনুমতি প্রদান করেন। আমি সহ অন্যান্য সদস্যগণ মাদ্রাসার কমিটির সদস্য হিসাবে এলাকাতে বহুল প্রচার হয়। কিন্তু হঠাৎ করে এডহক কমিটি আসায় এলাকার ছাত্র-ছাত্রী এবং অভিভাবকগণের মধ্যে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়। আমাদেরও মান ক্ষুন্ন হয় এবং আমি নিজে এবং কুতুব উদ্দীন দুইজনে গত ২০/১২/১৭ইং তারিখে হবিগঞ্জ জেলা শিক্ষা কর্মকর্তার নিকট এই ব্যাপারে একখানা অভিযোগ দাখিল করি। এই মাদ্রাসার সুপার জনাব আজিজুল ইসলাম কৌশল করিয়া সভাপতি জনাব বদরুল করিম দুলালকে গত ১৫ পনের বৎসর যাবত একটানা স ভাপতি ব ানিয়ে অপকর্ম করে আসছেন। দুইজনের যোগসাজসে মাদ্রাসার দুর্নীতির ফলে মাদ্রাসার উন্নয়নে ব্যাঘাত সৃষ্টি করছেন। এডহক কমিটির সভাপতি জনাব বদরুল করিম দুলালকে মনোনীত করলে মাদ্রাসার চরম ক্ষতি সাধন হবে। উক্ত মাদ্রাসার নামে এলাকায় ১৮ একর ভূমি দেওয়া আছে। প্রতি বছর সভাপতি এবং সুপারের মাধ্যমে লীজ দেওয়া হয় এই টাকা সঠিক হিসাব কেউ জানে না। মাদ্রাসায় ধর্মীয় শিক্ষা প্রদান করিলেও শিক্ষক এবং ছাত্র নামাজ পড়ার জন্য মসজিদ নির্মাণ করে নাই। ইদানিং এলাকার চাপে এবং এলাকাবাসীর সহযোগীতায় একখানা মসজিদ নির্মাণের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এইক্ষেত্রে জনাব বদরুল করিম দুলালকে মাদ্রাসার এডহক কমিটির সভাপতি পদ হইতে বাতিলক্রমে এলাকার গন্যমান্য সৎ নিষ্ঠাবান ব্যক্তিকে মনোনিত করলে মাদ্রাসার দুর্নীতি রোধ করা সম্ভব হবে।

অতএব, মহোদয় সমীপে বিনীত প্রার্থনা উচাইল শাহ্‌ মজলিশ আমিন সুন্নিয়া দাখিল মাদ্রাসার এডহক কমিটির সভাপতি জনাব বদরুল করিম দুলালের পরিবর্তে এলাকার যে কোন গন্যমান্য শিক্ষিত সৎ এবং নিষ্ঠাবান ব্যক্তিকে এডহক কমিটির সভাপতি হিসাবে মনোনিত করার জন্য আদেশ দানে এবং মাদ্রাসার দুর্নীতির অভিযোগগুলি আপনি নিজে স্বশরীরে উপস্থিত থাকিয়া তদন্ত করিয়া ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে আপনার সদয় মর্জি হয়।

বিনীত

তারিখঃ- ০৪/০১/১৮ইং

হাজী মোঃ ছায়েদুল হক

(হাজী মোঃ ছায়েদুল হক)

সংযুক্তি :-

১। গত ১৪/০৯/১৭ইং তারিখে জারু মিয়ার দরখাস্তের-১ ফর্দ।
২। বিগত ৬/১২/১৭ইং তারিখে ডাঃ আইন উল্লা ও মাসুদ রানার দরখাস্তের ছায়া কপি-২ ফর্দ।
৩। এডহক কমিটির স্বদ্যোগে আনার ফলে ছায়েদুল হক ও কুতুব উদ্দিনের দরখাস্তের-১ ফর্দ।

বরাবর,

উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা

সদর উপজেলা হবিগঞ্জ।

বিষয় ঃ- উচাইল শাহ মজলিশ আমিন সুন্নিয়া দাখিল মাদ্রাসার ম্যানেজিং কমিটি গঠনে মারাত্মক অনিয়ম তা বাতিল করতঃ মাদ্রাসার দুর্নীতি বন্ধ করণ প্রসঙ্গে।

জনাব,

যথাবিহীত সম্মান পূর্বক নিবেদন এই যে, আমি নিম্ন সাক্ষরকারী মোঃ আরু মিয়া পিতামৃত রাশিদ উল্লা সাং- শান্তিনা , ৬নং রাজিউড়া ইউ/পি, থানা- হবিগঞ্জ সদর, জেলা- হবিগঞ্জ। আমি এলাকার একজন সচেতন লোক হিসেবে উক্ত মাদ্রাসার ম্যানেজিং কমিটি নির্বাচন আসলে আমি অভিভাবক সদস্য হিসেবে নমিনেশন পেপার ক্রয় করি। আমার সঙ্গে গত ২ বারের কমিটিতে থাকা সদস্য জনাব মৌলানা শাহিদুল আলম, পিতামৃত কদর আলী, সাং- শান্তিনা, উপজেলা ও জেলা- হবিগঞ্জ সে অভিভাবক সদস্য হিসাবে নমিনেশন পেপারক্রয় করে। নমিনেশন জমা দেওয়ার শেষ দিন ছিল গত ১৪/০৯/২০১৭ইং তারিখে যথারীধি আমরা দুই জনে জমা দেই এবং রিসিট গ্রহণ করি। কিন্তু অজ্ঞাত কারণে মাদ্রাসার সুপার জনাব আজিজুল ইসলাম এবং বর্তমান সভাপতি বদরুল করিম দুলাল এর যোগসাজসে আমরা দুইজনের দাখিলকৃত নমিনেশন পেপার গায়েব করে দেয়। আমার জমা দেওয়ার রিসিট নং- ১৩৫৯ এবং ভোটার নং- ৭৭, মোঃ শাহিদুল আলমের রিসিট নং- ১৩৬০, ভোটার নং- ৩১৯ জমা দেওয়া নমিনেশন পেপার ২টি গায়েব করা হয়েছে। কোথাও খুজিয়া পাওয়া যায় নাই। এই সময়ে মাদ্রাসা সুপার জনাব আজিজুল ইসলাম এবং প্রহসনে মনোনিত সভাপতি বদরুল করিম দুলাল চিৎকার দিয়া বলতে থাকে কমিটি হয়েগেছে। মাদ্রাসার সভাপতি বদরুল করিম দুলাল এবং অন্যান্য সদস্য ঠিক হয়েগেছে। আরু মিয়া ও শাহিদুল আলম দুইজনের নমিনেশন পেপার খুজিয়া না পাওয়ায় তাহারা বাদ পড়িয়া গিয়াছে। আমাদেরকে কি কারণে বাদ দেওয়া হইল সভাপতি এবং মাদ্রাসা সুপারের নিকট জিজ্ঞাসাবাদ করিলে আমাদের সহিত দুর্ব্যবহার করে। আমরা অভিভাবক সদস্যগণ সৎ এবং সচেতন হওয়ায় উক্ত মাদ্রাসার দুর্নীতির প্রতিবাদ করার কারণে মাদ্রাসা সুপার এবং সভাপতির রোষানলে পতিত হই। যারফলে ইচ্ছাকৃতভাবে আমাদের নমিনেশন পেপার গোপিত রাখিয়া যেনতেনভাবে মাদ্রাসার কমিটি গঠন করা হয়েছে। মাদ্রাসার উন্নয়নের স্বার্থে এই প্রহসনের কমিটি বাতিল পূর্বক পুনরায় নির্বাচনের মাধ্যমে মাদ্রাসার কমিটি গঠন করা একান্ত প্রয়োজন। অন্যথায় মাদ্রাসার মারাত্মক ক্ষতির সম্ভাবনা রহিয়াছে।

অতএব, মহোদয় সমীপে বিনীত প্রার্থনা প্রহসনের মাধ্যমে উচাইল শাহ মজলিশ আমিন সুন্নিয়া দাখিল মাদ্রাসার মনোনিত সভাপতি এবং অন্যান্য সদস্যকে বাতিল পূর্বক পুনরায় যথাযথ নির্বাচনের মাধ্যমে সুষ্ঠু কমিটি গঠন করিতে এবং এলাকার জনগণের মধ্যে শান্তি ফিরিয়ে আনতে আপনার সদয় মর্জি হয়।

তারিখ: 02-10-17ইং

বিনীত

(মোঃ আরু মিয়া)
পিতামৃত রাশিদ উল্লা,
সাং- শান্তিনা,
উপজেলা- হবিগঞ্জ সদর,
জেলা- হবিগঞ্জ।

সংযুক্তি ঃ
১। নমিনেশন জমা দেওয়ার রিসিটের ফটোকপি ২টি।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

Government of the People's Republic of Bangladesh

NATIONAL ID CARD / জাতীয় পরিচয় পত্র

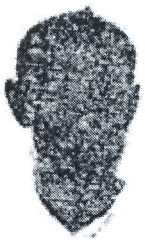

নাম: ছায়েদুল হক

Name: CHAYEDUL HAQ

পিতা: মৃত আঃ লতিফ

মাতা: মৃত আরশ বানু

Date of Birth: 05 Oct 1939

ID NO: 3614466169470

এই কার্ডটি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সম্পত্তি। কার্ডটি ব্যবহারকারী ব্যতীত অন্য কোথাও পাওয়া গেলে নিকটস্থ পোষ্ট অফিসে জমা দেয়ার জন্য অনুরোধ করা হলো।

ঠিকানা: গ্রাম/রাস্তা: শংকরপাশা, শরীফপুর, ডাকঘর: উচাইল বাজার - ৩৩০০, হবিগঞ্জ সদর, হবিগঞ্জ

প্রদানকারী কর্তৃপক্ষের স্বাক্ষর

প্রদানের তারিখ: ১৪/০৫/২০০৮

বরাবর,

উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা

সদর উপজেলা হবিগঞ্জ।

বিষয় ঃ-উচাইল শাহ্ মজলিশ আমিন সুন্নিয়া দাখিল মাদ্রাসার ম্যানেজিং কমিটি গঠনে মারাত্মক অনিয়ম তা বাতিল করতঃ মাদ্রাসার দুর্নীতি বন্ধ করণ প্রসঙ্গে।

জনাব,

যথাবিহীত সম্মান পূর্বক নিবেদন এই যে, আমি নিম্ন সাক্ষরকারী মোঃ ঝারু মিয়া পিতামৃত রাশিদ উল্লা সাং- শান্তিসা , ৬নং রাজিউড়া ইউ/পি, থানা- হবিগঞ্জ সদর, জেলা- হবিগঞ্জ। আমি এলাকার একজন সচেতন লোক হিসেবে উক্ত মাদ্রাসার ম্যানিজিং কমিটি নির্বাচন আসলে আমি অভিভাবক সদস্য হিসেবে নমিনেশন পেপার ক্রয় করি। আমার সঙ্গে গত ২ বারের কমিটিতে থাকা সদস্য জনাব মৌলানা শাহিদুল আলম, পিতামৃত কদর আলী, সাং- শান্তিষা, উপজেলা ও জেলা- হবিগঞ্জ সে অভিভাবক সদস্য হিসাবে নমিনেশন পেপারক্রয় করে। নমিনেশন জমা দেওয়ার শেষ দিন ছিল গত ১৪/০৯/২০১৭ইং তারিখে পথারীধি আমরা দুই জনে জমা দেই এবং রিসিট গ্রহণ করি। কিন্তু অজ্ঞাত কারণে মাদ্রাসার সুপার জনাব আজিজুল ইসলাম এবং বর্তমান সভাপতি বদরুল করিম দুলাল এর যোগসাজসে আমরা দুইজনের দাখিলকৃত নমিনেশন পেপার গায়েব করে দেয়। আমার জমা দেওয়ার রিসিট নং- ১৩৫৯ এবং ভোটার নং- ৭৭, মোঃ শাহিদুল আলমের রিসিট নং- ১৩৬০, ভোটার নং- ৩১৯ জমা দেওয়া নমিনেশন পেপার ২টি গায়েব করা হয়েছে। কোথাও খুজিয়া পাওয়া যায় নাই। এই সময়ে মাদ্রাসা সুপার জনাব আজিজুল ইসলাম এবং প্রহসনে মনোনিত সভাপতি বদরুল করিম দুলাল চিৎকার দিয়া বলতে থাকে কমিটি হয়েগেছে। মাদ্রাসার সভাপতি বদরুল করিম দুলাল এবং অন্যান্য সদস্য ঠিক হয়েগেছে। ঝারু মিয়া ও শাহিদুল আলম দুইজনের নমিনেশন পেপার খুজিয়া না পাওয়ায় তাহারা বাদ পড়িয়া গিয়াছে। আমাদেরকে কি কারণে বাদ দেওয়া হইল সভাপতি এবং মাদ্রাসা সুপারের নিকট জিজ্ঞাসাবাদ করিলে আমাদের সহিত দুর্ব্যবহার করে। আমরা অভিভাবক সদস্যগণ সৎ এবং সচেতন হওয়ায় উক্ত মাদ্রাসার দুর্নীতির প্রতিবাদ করার কারণে মাদ্রাসা সুপার এবং সভাপতির রোষানলে পতিত হই। যারফলে ইচ্ছাকৃতভাবে আমাদের নমিনেশন পেপার স্থাপিত রাখিয়া যেনতেনভাবে মাদ্রাসার কমিটি গঠন করা হয়েছে। মাদ্রাসার উন্নয়নের স্বার্থে এই প্রহসনের কমিটি বাতিল পূর্বক পুণরায় নির্বাচনের মাধ্যমে মাদ্রাসার কমিটি গঠন করা একান্ত প্রয়োজন। অন্যথায় মাদ্রাসার মারাত্মক ক্ষতির সম্ভাবনা রহিয়াছে।

অতএব, মহোদয় সমীপে বিনীত প্রার্থনা প্রহসনের মাধ্যমে উচাইল শাহ মজলিশ আমিন সুন্নিয়া দাখিল মাদ্রাসার মনোনিত সভাপতি এবং অন্যান্য সদস্যকে বাতিল পূর্বক পুনরায় যথাযথ নির্বাচনের মাধ্যমে সুষ্ঠু কমিটি গঠন করিতে এবং এলাকার জনগণের মধ্যে শান্তি ফিরিয়ে আনতে আপনার সদয় মর্জি হয়।

তারিখ ঃ ০২-১০-২০১৭

বিনীত

(মোঃ ঝারু মিয়া)
পিতামৃত রাশিদ উল্লা,
সাং- শান্তিষা,
উপজেলা- হবিগঞ্জ সদর,
জেলা- হবিগঞ্জ।

সংযুক্তি ঃ

১। নমিনেশন জমা দেওয়ার রিসিটের ফটোকপি ২টি।